দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAY 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তিচক্রের সন্ধান

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

প্রাথমিকভাবে ৩ অভিযুক্তকে সনাক্ত কথোপকথনের সিডি উদ্ধার থানায় জিডি ॥ রবিবার তথ্যানুসন্ধান কমিটির জরুরি সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির একটি শক্তিশালী চক্রের সন্ধান মিলেছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া এক ছাত্র আটক রাখাকে কেন্দ্র করে চক্রটির সদস্যদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার তিন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত চক্রটি ভুয়া ভর্তির কারসাজিতে জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। চক্রটির তিন সদস্যের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে। চক্রের সদস্যদের মোবাইলে কথোপকথনের একটি সিডি বের করা হয়েছে।

গতকাল বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ছাত্র আব্দুল আলিম প্রশাসনিক ভবনের হিসাব শাখার এক কর্মকর্তার কাছে পাওনা টাকা আদায় করতে যান। কিছুক্ষণ পর হিসাব (বিল) শাখার কর্মকর্তা মুরাদ হোসেন মানিক পেছন থেকে আলিমকে জাপটে ধরে। তাকে জোর করে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি ক্যাম্পাসে কর্তব্যরত সাংবাদিকরা আঁচ করতে পেরে মানিকের হাত থেকে আলিমকে ছিনিয়ে নেয়। আলিম সাংবাদিকদের জানান, সে তিন লাখ টাকার (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে ভুয়া (২০শ পৃঃ পর)

বিনিময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। হিসাব শাখার তিন কর্মকর্তা তাকে অবৈধ প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়। পরে তার ভর্তির কাগজপত্রে গরমিল পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় সে তার পাওনা টাকা নিতে গেলে চক্রের সদস্যরা তাকে আটক করার চেষ্টা করে। দুপুরে আলিম বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ও প্রো-ভিসিকে ভর্তি দুর্নীতি ও জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত হিসাব শাখার তিন কর্মকর্তার শাস্তির দাবি জানিয়ে লিখিত আবেদন করেন।

লিখিত আবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবরক্ষক অফিসার কাজী জহিরুল ইসলাম মেধা তালিকায় নাম না থাকার পরে আব্দুল আলিমকে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ম্যানেজমেন্টে ভর্তি করিয়ে দেয়। প্রথম দফা আলিমের কৃষক পিতা সিরাজউদ্দিনকে ফুঁসলিয়ে দেড় লাখ টাকা নেন। পরে আলিমের ভর্তিতে সমস্যা আছে বলে জহিরুল পুনঃভর্তির কথা বলে আরেক দফা দেড় লাখ টাকা নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির অভিযান শুরু হলে আলিমের অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। নিরুপায় হয়ে আলিমের দরিদ্র পিতা জহিরুলের কাছে ছেলের ভর্তির জন্য দেয়া টাকা ফেরত চান। পরে জহিরুল হিসাব শাখার আরেক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম চৌধুরী মন্টুর মাধ্যমে বিষয়টি সমঝোতার চেষ্টা করে। কিন্তু জহিরুল মানিকগঞ্জ লক্ষ্মঘাটের কৃষক সিরাজউদ্দিনকে পুরো টাকা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। জহিরুল পাওনা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ভুয়া ভর্তি নিয়ে আলিমের পরিবারের সদস্যদের সাথে কাজী জহিরুল ইসলাম ও আমিরুল ইসলাম চৌধুরী মন্টুর মোবাইলে কথোপকথন সিডি আকারে বের করা হয়েছে। সিডিতে ভুয়া ভর্তির ক্ষতিপূরণের বিষয় ৬টি ফোল্ডার রয়েছে। অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ছাত্রের আটক রাখা ও ছাত্রের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাৎক্ষণিক সভা আহবান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম ফায়েজ, প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ সভা শেষে আগামী রবিবার ভুয়া ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটির জরুরি সভা ডাকেন। ওই সভায় অভিযুক্ত তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে আব্দুল আলিম জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে শাহবাগ থানায় তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরী দায়ের করে। জিডি নং ১০৪১।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রধান ও প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, ছাত্রের কাছ থেকে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। দ্রুত অভিযোগের যাচাই করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভুয়া ভর্তির সাথে জড়িত কেউ পার পাবে না।